দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 JAN 1991
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 1

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ক্ষুদ্রাকৃতির পুস্তক প্রদর্শনী

১৬৭৭ সালে প্রকাশিত ও উনবিংশ শতকের পশ্চিম ইউরোপ পুনঃমুদ্রিত এক বর্গ ইঞ্চির চাইতেও ক্ষুদ্রাকৃতির একটি কোরান শরীফ নিঃসন্দেহে মিসেস জারিফা সালাকোভার ব্যক্তিগত সংগ্রহের দুর্লভ একটি সম্পদ। মিসেস সালাকোভার এসব দুর্লভ সংগ্রহেরই একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ঢাকার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে। গত ২৩শে জানুয়ারী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েত দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সেলর মিঃ ইগর আ সাপ্রিকিন এবং বাংলাদেশ–সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সভাপতি বিচারপতি কে এম সোবহান। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যেকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ১৯তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক সিদ্দিকী বলেন, আগামী প্রজন্মের জন্য একটি জাতির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে আমরা তা শিখতে পারি। মিসেস সালাকোভা আমাদের যেসব দুর্লভ ক্ষুদ্রাকৃতির বই–পুস্তক উপহার দিয়েছেন, তা মানব জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধেরই দৃষ্টান্ত। খবর আইএএন'র।

প্রদর্শনীতে ১১৩টি বই স্থান পেয়েছে। বইগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ আজারবাইজান, পবিত্র কোরান, প্রাচ্য কাব্য, রুশ সাহিত্য ও দুর্লভ প্রকাশনা। লেনিনের ওপর লেখা কয়েকটি বই আছে, যাদের ক্ষুদ্রতমটির আকার হচ্ছে ১৬x১৬ মি. মি। দুর্লভ একটি বই হচ্ছে ৯টি ভাষায় প্রকাশিত অলিম্পিক শপথনামা; এটি মিউনিখে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং কপিসংখ্যা ছিলো মাত্র ৫০।

প্রদর্শনীর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রুশ সাহিত্য, বিশেষ করে পুশকিনের রচনাবলী। ১৯০০ সালে মস্কোয় তাঁর 'ক্যাপ্টেন দুহিতা'র একটি মিনিয়েচার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি অত্যন্ত দুর্লভ সংস্করণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারেও এর কোন কপি নেই।

মিসেস জারিফা সালাকোভা একজন আজারবাইজানী, বাকু শহরে তাঁর জন্ম। তিনি একজন ভাষা বিজ্ঞানী, তাঁর প্রজাতন্ত্রের একজন খ্যাতনাম্নী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থপ্রেমীদের অল–ইউনিয়ন শাখার সদস্য। তাঁর সংগ্রহে ১৭৬০ ক্ষুদ্রাকৃতি বই রয়েছে।